

রোযার বিধান



جمعية الدعوة بالزلفي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠١٦. فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠١٦

48

রোযার বিধান

أحكام الصيام – اللغة البنغالية



جمعية الدعوة والارشاد ونوعية الجاليات في الزلفي

Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

أحكام الصيام

أعدّه وترجمه إلى اللغة البنغالية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي
الطبعة الخامسة: ١٤٤٢/١١ هـ.

ح) شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤١٧ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

أحكام الصيام - الزلفي

٢٩ ص؛ ٨ × ١٢ سم

ردمك: X - ٤ - ٤٤ - ٨١٣ - ٩٩٦٠

(الكتاب باللغة البنغالية)

١- الصوم أ. العنوان

١٧/٢٥١٢

ديوي ٢٥٢، ٣

رقم الإيداع: ١٧/٤٣٠٧

ردمك: X - ٤ - ٤٤ - ٨١٣ - ٩٩٦٠

রোযার বিধান

রোযার নির্দেশ

রমযানের রোযা ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তি-সমূহের অন্যতম ভিত্তি। যার প্রমাণ নবী করীম ﷺ-এর বাণী। তিনি বলেন,

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، صَوْمِ رَمَضَانَ)) متفق عليه ৮-১৬

অর্থাৎ, “ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে। আর তা হলো, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর

প্রেরিত রাসূল. নামায আদায়করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ আদায় করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা”.(বুখারী ৮-মুসলিম ১৬) মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌনক্ষুধা পূরণ ও অন্যান্য সমূহ খাদ্যদ্রব্য থেকে বিরত থাকার নামই হলো রোযা. রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলে এক মত. আর রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হলো, আল্লাহর এই বাণী,

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ১৮৫]

অর্থাৎ, “কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোকই এই মাসটি পায়, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে”. বাকারাহঃ ১৮৫) জ্ঞানসম্পন্ন

প্রাপ্তবয়স্ক সকল মুসলিমের উপর রোযা ওয়াজিব. ১৫ বছর বয়স সম্পূর্ণ হলে অথবা নাভির নিচের লোম উদগত হলে কিংবা স্বপ্নদোষ ইত্যাদির কারণে বীর্যস্খলন ঘটলে, বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) বলে গণ্য হবে. মহিলাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ; তবে তাদের ক্ষেত্রে একটি জিনিস বৃদ্ধি হবে আর তা হলো, হায়েজ (মাসিক বা ঋতুস্রাব) আরম্ভ হওয়া.

উপরোক্ত জিনিসের কোন একটি কারো মধ্যে প্রকাশ পেলে, সে বালেগ বলে গণ্য হবে.

রমযান মাসের মাহাত্ম্য

আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র রমযান মাসকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যে ও গুণে বিশেষিত করেছেন যা

অন্য মাসে পাওয়া যায় না. আর এই মাসের জ্ঞগ ও বৈশিষ্ট্যগুলো হলো,

১. ফেরেশতারা রোযাদারের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন যতক্ষণ না সেইফ- তারী করে.

২. বিতাড়িত শয়তানকে এ মাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়.

৩. এমাসে রয়েছে একটি ক্বদরের (সম্মানের) রাত যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম.

৪. রমযান মাসের শেষ রাত্ৰিতে সকল রোযাদারকে ক্ষমা করা হয়.

৫. এই মাসের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তায়া'লা অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন.

৬. এই মাসের একটি উমরার সাওয়াব একটি হজেজের সমান. অনুরূপ আবু হুরায়রা (রাঃ)

থেকে বর্ণিত হাদীসেও এই মহান মাসের ফযীলতের কথা এসেছে. তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ))

(مِنْ ذَنْبِهِ) ((متفق عليه ۳۸-۷۶۰))

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও নেকীর আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার বিগত গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে”. (বুখারী ৩৮-মুসলিম ৭৬০) আর হাদীসে (কুদসীতে) রাসূল ﷺ বলেন,

((كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا))

إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ

فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ((متفق عليه: ০৭২৭-১১০১))

অর্থাৎ, “আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎ কাজের বিনিময় দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়. মহান আল্লাহ বলেন, কিন্তু রোযা আমারই. (আমার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই রেখেছে) তার প্রতিদান আমি নিজেই দিবো”. (বুখারী মুসলিম)

রমযান প্রবেশের প্রমাণ

দু’টি জিনিসের যে কোন একটির দ্বারা রমযান প্রবেশের প্রমাণ হয়. যেমন, (১) রমযান মাসের চাঁদ দেখা. চাঁদ দেখা গেলেই রোযা ওয়াজিব হয়ে যায়. রাসূল ﷺ বলেন,

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا))

متفق عليه: ১০৮০-১৯০০

অর্থাৎ, “চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা ছাড়বে”. (বুখারী ১৯০০-মুসলিম ১০৮০) রমযানের চাঁদ দেখার প্রমাণে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে. তবে রোযা ছাড়ার ক্ষেত্রে শাওয়াল মাসের চাঁদের প্রমাণে দু’জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যিক. (২) শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করা. ৩০দিন পূর্ণ করলে ৩১দিনটাই রমযান মাসের প্রথম তারীখ হবে, কারণ রাসূল ﷺ বলেন,

((فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)) متفق عليه

অর্থাৎ, “যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে শাবান মাসের ৩০দিন পূর্ণ করো”. (বুখারী ১৯০৭ -মুসলিম ১০৮১)

কাদের জন্য রোযা ছাড়া জায়েয?

১. এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যার আরোগ্যের আশা করা যায়. তার উপর রোযা রাখা কষ্টকর হলে, সে রোযা ছেড়ে দেবে এবং পরে তা কাযা করবে. তবে যার ব্যাধি চিরস্থায়ী হবে অর্থাৎ যার আরো-গ্যের আশা থাকে না, তার পক্ষে রোযা রাখা জরুরী নয়. সে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দের কিলো খাদ্য দ্রব্য দ্বারা খাওয়াবে অথবা পানা-হারের আয়োজন করে যতদিন রোযা ছেড়েছে ততগুলো মিসকিনকে আমন্ত্রণ করে খাওয়াবে.

২. মুসাফিরঃ মুসাফির বাড়ী থেকে যাওয়া থেকে নিয়ে পুনরায় বাড়ী প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত রোযা ছেড়ে দিতে পারবে, যতদিন না সে সেখানে বসবা-সের নিয়ত করবে.

৩. গর্ভবতী ও দুখদানকারিণী মহিলারা নিজের ও ছেলের উপর কোন ক্ষতির আশঙ্কা বোধ করলে, রোযা ছেড়ে দিতে পারবে. অতঃপর কারণ দূরীভূত হয়ে গেলে ত্যাগকৃত দিনগুলোর রোযা কাযা করবে.

৪. যে বৃদ্ধ ব্যক্তির উপর রোযা রাখা কষ্টকর হবে, সে রোযা ছেড়ে দেবে এবং তাকে কাজাও করতে হবে না. তবে প্রত্যেক দিন একজন মিসকীন খাওয়াবে.

রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহ

১. ইচ্ছাকৃত পানাহার করাঃ তবে ভুলক্রমে কোন কিছু পানাহার করে ফেললে, তা রোযার উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না. কারণ রাসূল ﷺ বলেন,

((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ

صَوْمَهُ...)) رواه مسلم: ১১০০

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি ভুলে গিয়ে পানাহার করলো, সে যেন তার রোযা পূরণ করে”. (মুসলিম ১১৫৫) নাকের মাধ্যমে পেটে পানি প্রবেশ করলে, শিরার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করলে এবং প্রয়োজনে শরীরে রক্ত প্রবেশ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে. কারণ এসবই রোযাদারের জন্য খাদ্য বলে গণ্য হয়.

২. যৌনক্ষুধা পূরণ করাঃ যখনই কোন ব্যক্তি (তার স্ত্রীর সাথে) যৌনক্ষুধা পূরণ করবে, তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে. তার উপর কাজা ও কাফ- ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে. কাফফারা হলো, কোন ক্রীত দাস-দাসী

স্বাধীন করা, তা না পেলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখা. কোন শরিয়াতী কারণ ছাড়া যেমন, দু'ঈদের দিন ও আয়্যামে তাশরীক জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারীখ) এ-রোযা রাখা অথবা মানসিক কারণ যেমন, রোগ-ব্যাধি এবং রোযা না ছাড়ার উদ্দেশ্যে সফর করা ইত্যাদি ব্যতীত এই দু'মাসের কোন এক দিনও রোযা ত্যাগ করা যাবে না. কোন কারণ ব্যতীত এক দিনও যদি রোযা বাদ দেয়, তাহলে পুনরায় নতুনভাবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে. কারণ এতে ধারাবাহিকতা অপরিহার্য. যদি দু'মাস রোযা রাখতে অক্ষম হয়, তাহলে ৬০জন মিসকীনকে খাওয়াবে.

৩. জাগ্রত অবস্থায় চুম্বন করার অথবা হস্ত-মৈথুনের কারণে বীর্যপাত ঘটলেঃ এতে রোযা

নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার উপর কাজা করা ওয়াজিব হবে, কাফফারা নয়. তবে স্বপ্নদোষে রোযা নষ্ট হয় না.

৪. সিঙ্গী ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর থেকে দুষিত রক্ত বের করলে কিংবা দানের উদ্দেশ্যে বের করলে, রোযা নষ্ট হয়ে যাবে. তবে স্বপ্ন পরিমাণ রক্ত বের করা যেমন পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের করলে, তাতে রোযা নষ্ট হয় না. অনুরূপ নাকের রক্ত প্রবাহের রোগ অথবা আহত হওয়ার ও দাঁত উপড়ে ফেলার কারণে রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হবে না.

৫. ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, অনিচ্ছাকৃত হলে নয়.

উপরোক্ত রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহের দ্বারা তখনই রোযাদারের রোযা নষ্ট হবে, যখন সে

জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি সে এ সম্পর্কীয় শরিয়তী বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞ হয় অথবা ফজর উদিত হয়েছে কি না ও সূর্যাস্ত হয়েছে কি না ইত্যাদি ব্যাপারে সন্দেহ ক'রে কোন কিছু গ্রহণ করে, তাহলে তার রোযা নষ্ট হয় না। অনুরূপ স্বজ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে, যদি ভুলে গ্রহণ করে থাকে, তাতে রোযা নষ্ট হবে না। আর উক্ত বস্তু নিজ ইখতিয়ারে গ্রহণ করতে হবে। নিরূপায় বা বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রহণ করলে, রোযা নষ্ট হবে না, বরং তার রোযা বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং তাকে কাযাও করতে হবে না।

৬. হায়েজ (মাসিক রক্ত স্রাব) ও নেফাস (প্রসবোত্তর রক্ত স্রাব) হওয়াও রোযা নষ্টকারী

বস্তুর অন্তর্ভুক্ত. রক্ত দেখার সাথে সাথেই মহিলাদের রোযা নষ্ট হয়ে যায়. অনুরূপ হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় নারীদের রোযা রাখা হারাম. তারা রমযানের পর ত্যাগকৃত রোযা কাযা করবে.

এমন কিছু জিনিস যার দ্বারা রোযা নষ্ট হয় না

১. গোসল করা, সাঁতারকাটা ও প্রচণ্ড গ্রীষ্ম-জনিত তাপ হ্রাস করার নিমিত্তে পানি দ্বারা ঠান্ডা উপভোগ করার মত কাজ রোযাদারের রোযা নষ্ট করে না.

২. ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনবাসনা পূরণ করাতে রোযা নষ্ট হয় না.

৩. দাঁতন করা, দিনে যে কোন সময় দাঁতন

করা যাবে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না বরং সেটা মুস্তাহাব কাজ.

৪. যে কোন বৈধ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা সাধন যা খাদ্যের কাজ করে না. তাই যে ইনজেকশন খাদ্যের কাজ করে না তার ব্যবহার এবং চোখে ও কানে ঔষধের ফোটা ফেলা জায়েজ আছে. তাতে রোযা নষ্ট হবে না, যদিও ঔষধের স্বাদ গলায় যায়. প্রেসার ইত্যাদির কারণে উদ্ধৃত শ্বাসকষ্ট হ্রাস করার লক্ষ্যে স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহার করা রোযাদারের জন্য জায়েয আছে. খাদ্যের স্বাদ (পরীক্ষার জন্য) গ্রহণে রোযা নষ্ট হয় না. তবে শর্ত হলো, তার কোন কিছুই যেন পেটে না যায়. কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া রোযাদারের জন্য জায়েজ আছে. তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন

পানির কোন পিছুই পেটে না যায়. অনুরূপ সুগন্ধি ব্যবহার ও শুঁকাতে কোন ক্ষতি নেই.
 ৫.মহিলাদের রাতের কোন ভাগে হায়েজ ও নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে ফজর উদিত হওয়ার পর পর্যন্ত গোসল বিলম্ব করতে পারে. অতঃপর ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে গোসল করবে. জুনবী (বীর্যপাতজনিত) অপবিত্র ব্যক্তির বিধানও অনুরূপ.

কতিপয় সতর্ক বাণী

১. কোন কাফের রমযান মাসে দিনের কোন অংশে ইসলাম গ্রহণ করলে, যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন থেকে নিয়ে দিনের অবশিষ্ট অংশটাই পানাহার থেকে বিরত থাকা তার উপর ওয়াজিব. তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না.

২. ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই রাতের যে কোন ভাগে রোযার নিয়ত করা অপরিহার্য. তবে এটা শুধু ফরজ রোযার ক্ষেত্রে. নফল রোযার নিয়ত ফজর উদিত হওয়ার পরও করা যায়, এমনকি প্রভাত হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, তবে শর্ত হলো কিছু যেন পানাহার না করা হয়.

৩. ইফতারের সময় ইচ্ছামত দুআ করা রোযাদারের জন্য মুস্তাহাব. কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لِدَعْوَةٍ لَا تُرَدُّ)) رواه ابن

ماجة: ١٧٤٣

অর্থাৎ, “ইফতারের সময় রোযাদারের দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না”. (ইবনে মাজা ১৭৫৩,

আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে যাঈফ/দুর্বল বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে ইবনে মাজা আলবানী) এই সময় প্রমাণিত দুআর মধ্যে হলো,

((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوُقُ وَثَبَّتَ الأَجْرُ إِنَّ

شَاءَ اللهُ)) أبو داود

(যাহাবায্যামা-উ অবতাল্লাতির উরুকু অ সাবাতাল আজরু ইশাআল্লা-হ)

অর্থাৎ, “পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনী-গুলো সিক্ত হয়েছে এবং সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশা-আল্লাহ”. (আবু দাউদ ২৩৫৭, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান/ ভাল বলেছেন.)

৪. রোযার শুরুতে যদি কোন ব্যক্তি দিনের কোন ভাগে রমযান সম্পর্কে অবহিত হয়,

তাহলে তাকে তখন থেকেই পানাহার ত্যাগ করতে হবে এবং কাজাও করতে হবে.

৫. যার উপর রোযা কাজা আছে, দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে তা তাড়াতাড়ি রেখে নেওয়া মুস্তাহাব. তবে বিলম্বতেও দোষ নেই. অনুরূপ একাধারে রাখা এবং কেটে কেটে রাখা উভয়ই তার জন্য জায়েজ. কিন্তু দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েজ নয়.

রোযার সুন্নাত

১.সেহরী খাওয়াঃ কারণ রাসূল ﷺ বলেন,

((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)) متفق عليه

অর্থাৎ, “সেহরী খাও; কেননা সেহরীতে বরকত নিহিত আছে”. (বুখারী মুসলিম)

শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে সেহরী খাওয়াও
সুন্নাত. রাসূল ﷺ বলেন,

((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)) متفق عليه

অর্থাৎ, “যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইফতারীতে
তাড়াতাড়ি ও সেহরীতে বিলম্ব করবে, ততক্ষণ
পর্যন্ত তারা ভালতেই থাকবে”. (বুখারী, মুসলিম)

২. সূর্যাস্তের পর পরেই শীঘ্র ইফতার করাঃ
সদ্যপক্ব খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাত.
তা না পেলে শুষ্ক খেজুর, তা না পেলে পানি
দিয়ে যদি এসবের কিছুই না পায়, তাহলে যা
পাবে তা-ই দিয়ে ইফতার করবে.

৩. রোযা রাখা অবস্থায় বেশী বেশী দুআ করা,
বিশেষ করে ইফতারীর সময়. কারণ রাসূল ﷺ
বলেন,

(ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مَسْتَجَابَاتٌ، دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ
الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ)) رواه البيهقي وغيره

অর্থাৎ, “তিন প্রকারের দুআ গৃহীত হয়, রোযা
দুআ, অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ, অত্যাচারিত
ব্যক্তির দুআ এবং মুসাফিরের দুআ”. (বায়হাক্বী)

রোযাদারের উচিত রমযান মাসে (আল্লাহর
ইবাদতের লক্ষ্যে) রাত্রি জাগরণ করা. রাসূল
ﷺ বলেন,

(مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ) متفق عليه: ২০০৭-৭০৭

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও নেকীর
আশায় রমযান মাসে রাত্রি জাগরণ করে,
তার বিগত সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করা হয়”.

(বুখারী ২০০৯- মুসলিম ৭৫৯) তাই সকল মুসলিমের উচিত ইমামের সাথে তারাবীর নামায পূরণ করা. রাসূল ﷺ বলেন,

((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامٌ))

(لَيْلَةٌ)) رواه أهل السنن

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে থাকে, তার (নেকীর খাতায়) পূর্ণ এক রাত্রির ইবাদতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়”. (সুনান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন. দ্রষ্টব্যঃ আল্লামা আলবানীর তিরমিযী ৮০৯, আবূ দাউদ ১৩৭৫, ইবনে মাজা ১৩২৭ এবং নাসায়ী ১৫৮৬) অনুরূপ রমযান মাসে বেশী

বেশী দান করাও উচিত. অনুরূপভাবে রমযান মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াতের যত্ন নেওয়া দরকার কারণ, রমযান মাস কুরআ-নের মাস. কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য রয়েছে প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে নেকী. আর সে নেকী এক থেকে দশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়.

তারাবীর নামায

রমযান মাসের রাতে জামা'আত বদ্ধভাবে কিয়াম করার নামই হচ্ছে তারাবীহ. তারাবীর সময় হলো, ঈশার পর থেকে নিয়ে ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত. নবী করীম ﷺ তারাবীর নামায আদায় করার ব্যাপারে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছেন. এ ব্যাপারে সুন্নত হলো, ১১ রাকআত পড়া এবং

প্রত্যেক দু'রাকআতে সালাম ফিরা. ১১ রাক'- আতের অধিক পড়াতেও দোষ নেই. তারাবীহ নামাযে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা এবং নামাযকে এতটা লম্বা করা সুন্নাত, যাতে মুসাল্লীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়. ফিৎনার আশঙ্কা না থাকলে, মহিলারাও তারাবীর নামাযে উপস্থিত হতে পারবে. তবে শর্ত হলো, পর্দা বজায় রেখে, সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বিরত থেকে ও সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হতে হবে.

সুন্নতী রোযা

নিম্নে বর্ণিত দিনগুলোতে রোযা রাখার উপর রাসূল ﷺ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন.

১. শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা রাখাঃ
রাসূল ﷺ বলেন,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ

كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) رواه مسلم ১১৬৪

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযার পর শাওয়ালের ছয়টি রোযাও রাখলো, সে যেন পুরো বছরটাই রোযা রাখলো”. (মুসলিম ১১৬৪)

২. সোমবার ও বৃহঃবার রোযা রাখাঃ

৩. প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখাঃ আর তা চন্দ্র মাসের বিজোড় দিনগুলোতে রাখা উত্তম. যেমন, ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখ.

৪. আ’শুরার রোযা রাখাঃ অর্থাৎ, মুহররাম মাসের ১০ তারীখ. ইয়াহুদীদের বিরোধিতা

করার জন্য ১০ তারীখের একদিন আগে অথবা পরে রোযা রাখা মুস্তাহাব. আবু ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

((صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ
السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)) رواه مسلم ১১৬২

অর্থাৎ, “আশুরার রোযা রাখলে আল্লাহর নিকট আশা করি যে, তিনি বিগত বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন.” (মুসলিম ১১৬২)

৫. আরাফার দিন রোযা রাখাঃ অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ৯ তারীখে. হাদীসে বর্ণিত যে,

((صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ

الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)) رواه مسلم ١١٦٢

অর্থাৎ, “আরাফার দিনে রোযা রাখলে, আল্লাহর নিকট আশা করি যে, তিনি বিগত বছরের ও আগামী বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন。” (মুসলিম ১১৬২)

যে দিনে রোযা রাখা হারাম

১. দু’ঈদে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে.

২. আয়্যামে তাশরীকে অর্থাৎ, জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারীখে. তবে কেরান অথবা তামান্তো হজ্জকারী যদি কোরবানীর পশু না পায়, তাহলে তারা উক্ত বিধানের

আওতায় আসবে না. (অর্থাৎ, তারা আয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখতে পারবে.)

৩. হায়েজ ও নেফাসের দিনগুলোতে রোযা রাখা.

৪. স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখা. রাসূল ﷺ বলেন,

((لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ))

متفق عليه ৫১৭২-১০২৬

অর্থাৎ, “স্বামীর উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া রমযান ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখতে পারে না”. (বুখারী, মুসলিম)

সূচীপত্র

৩	রোযার নির্দেশ
৫	রমযান মাসের মাহাত্ম্য
৮	রমযান প্রবেশের প্রমাণ
১০	কাদের জন্য রোযা ছাড়া জায়েয?
১১	রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহ
১৬	এমন কিছু জিনিস যাতে রোযা নষ্ট হয় না
১৮	কতিপয় সতর্ক বাণী
২১	রোযার সুন্নাত
২৫	তারাবীর নামায
২৬	সুন্নতী রোযা
২৭	শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা
২৭	সোমবার ও বৃহঃবার রোযা রাখা
২৭	প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা
২৭	আ'শুরার রোযা
২৮	আরাফার রোযা